৬) কার্যক্রম সকলে বুঝেছে কিনা যাচাই করুন, প্রশ্ন করুন এবং প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন।

ধাপ ৫. কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

১) বলুন- এর আগে আমরা কর্মসম্পাদন চুক্তির কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা কর্মসম্পাদন সূচক, একক ও লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞেস করুন- কর্মসম্পাদন সূচক, একক ও লক্ষ্যমাত্রা কী কী? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) বলুন- কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ বিস্তৃত আকারে চুক্তিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত ফলাফল বা প্রভাব দেখানো হয়। ফলাফল/প্রভাব দেখানোর জন্য নির্দিষ্ট সূচকসমূহ ব্যবহার করা হয়। যেমন; কোনো একটি অর্থ বছরে কী পরিমাণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে তা দেখানোর জন্য কর্মসম্পাদন সূচকের মাধ্যমে ভিত্তি বছরের তুলনায় কী পরিমাণ প্রকৃত অর্জন হয়েছে তা দেখানো হয়।

৩) এখন স্লাইড দেখিয়ে কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচক, একক ও লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আলোচনা করুন-

৪) কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচক, একক ও লক্ষ্যমাত্রা সকলে কতটুকু বুঝেছে যাচাই করুন, প্রশ্ন করুন এবং প্রয়োজনে গুরুত্বপর্ণূ বিষয়গুলো নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন ।

কর্মসম্পাদন সূচক

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ মূলত কোনো কার্যক্রম কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে এবং তা কীভাবে পরিমাপ করা যাবে তা নির্ধারণ করে থাকে। ধরা যাক, পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে নতুন নলকূপ স্থাপন, সেক্ষেত্রে কর্মসম্পাদন সূচক হতে পারে স্থাপিত নলকূপ, একক হতে পারে সংখ্যা এবং লক্ষ্যমাত্রা হতে পারে প্রতি ওয়ার্ডে ৫টি নলকূপ স্থাপন। বছর শেষে প্রতি ওয়ার্ডে ৫টি নলকূপ স্থাপিত হলো কিনা তা দ্বারা এর অর্জন পরিমাপ করা যেতে পারে।

ধাপ ৬. এপিএ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

১) বলুন- এর আগে আমরা কর্মসম্পাদন সূচক, একক ও লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা কর্মসম্পাদন চুক্তি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞেস করুন- কর্মসম্পাদন চুক্তি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায়? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এর পর নিম্নের স্লাইড দেখিয়ে বলুন-

- মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

- অর্থ-বছরের ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ছয় মাসে অর্জিত ফলাফলসহ একটি অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয়/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

- বৎসরান্তে মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি কার্যালয় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত ফলাফল উল্লেখপূর্বক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করবে

৩) কর্মসম্পাদন চুক্তি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সকলে কতটুকু বুঝেছে যাচাই করুন, প্রশ্ন করুন এবং প্রয়োজনে গুরুত্বপর্ণূ বিষয়গুলো নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন।

ধাপ ৭. এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১) বলুন- এর আগে আমরা কর্মসম্পাদন চুক্তি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করেছি, এখন আমরা কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞেস করুন- কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বলতে কী বোঝায়? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) বলুন- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন স্তরে কতিপয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখন স্লাইড দেখিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

জাতীয় পর্যায়ে সরকারি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে

এ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে

মাঠ পর্যায়ের কর্মসম্পাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে

জেলা কমিটি জেলা পর্যায়ের সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধনসহ উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে

৩) কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ে সকলে কতটুকু বুঝেছে যাচাই করুন, প্রশ্ন করুন এবং প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন ।

অধিবেশন-১৪: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে-

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করা

(খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণে সহায়তা করা

(গ) কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয় ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করা

আলোচ্যসূচি

১) ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসম্পাদন চুক্তি

২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি

৩) কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়

সময়

১১.৩০-০১.০০ (১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট)

পদ্ধতি

ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, বাজ গ্রুপ

উপকরণ

ভিপ কার্ড, মার্কার, মাসকিং টেপ, ভিপবোর্ড, পোস্টার পেপার, স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট

ধাপ ১. ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসম্পাদন চুক্তি

১) বলুন- এর আগে আমরা কর্মসম্পাদন সূচক, একক ও লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসম্পাদন চুক্তি নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞাসা করুন- ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসম্পাদন চুক্তি বলতে কী বোঝায়? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ এখনো নেয়া হয়নি। ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যার আধিক্যের জন্য এ বিষয়ে বিশাল কর্ম উদ্যোগ প্রয়োজন। জেলা পর্যায়ে কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেওয়া হলে এটি করা খুবই সম্ভব। এতে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসম্পাদন চুক্তি হতে পারে।

৩) এখন স্লাইড দেখিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসম্পাদন চুক্তি নিয়ে আলোচনা করুন-

ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকারি দপ্তরসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য পৃথক পৃথক কাঠামো রয়েছে। তবে ইউনিয়ন পর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র, রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪) সকলে বুঝেছে কিনা যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনরায় আলোচনা করুন এবং মৌলিক বিষয়গুলো বুঝতে সহায়তা করুন

ধাপ ২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি

১) বলুন- এর আগে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসম্পাদন চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞেস করুন- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করুন-

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি

অর্থ-বছরের ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ছয় মাসে অর্জিত ফলাফলসহ একটি অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বৎসরান্তে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রমের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক ৩১ জুলাই তারিখের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ।

ধাপ ৩. কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়

১) বলুন- এর আগে আমরা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞেস করুন- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়গুলো কী কী? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করুন-

কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ অর্থবছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি বাজেট প্রণয়ন করবে; সরকার হতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য বরাদ্দ বিবেচনায় নিবে। ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব বাজেট এবং সরকার হতে সম্ভাব্য প্রাপ্য অর্থের সমন্বয়ে কী কী কার্যক্রম কোন কোন স্থানে গ্রহণ করা যায় তার একটি কার্যতালিকা প্রণয়ন করবে, অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে এবং তদানুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করবে। নির্ধারিত বিরতিতে বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে এবং বছর শেষে মূল্যায়ন করবে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তী অর্থবছরের চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করবে। এরূপে কার্যক্রম সম্পাদন করলে কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে, জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এবং কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধিত হবে মর্মে আশা করা যায়। ফলে বাস্তবায়িত হবে জাতির পিতার স্বপ্ন, নির্মিত হবে সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

৩) সকলে বুঝেছে কিনা যাচাই করুন। প্রয়োজনে গুরুত্বপর্ণূ বিষয়গুলো আবারও আলোচনা করুন।

মডিউল ৬
অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ কৌশল
Participatory Planning and Stakeholders Inclusion Strategy

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া কী
অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কী
অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য
অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কীভাবে প্রণয়ন করতে হয়
ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে
ইউনিয়ন পরিষদের অংশীজন কারা
ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি কেন জরুরি
ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে
ইউনিয়ন পরিষদ কীভাবে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে
পুরো কোর্সের রিভিউ, কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী বক্তব্য এবং অন্যান্য আনুষ্ঠিকতা

মডিউলের উদ্দেশ্য

এ প্রশিক্ষণ শেষে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিব এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থী-

১) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ কৌশলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২) নিজ দপ্তরে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারবেন।

অধিবেশন-১৫: অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে

(ক) অংশগ্রহমূলক প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায় তা জানতে ও বুঝতে সহায়তা করা
(খ) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করা
(গ) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করা
(ঘ) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা
(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করা

আলোচ্যসূচি

১) অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া
২) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা
৩) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য
৪) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া
৫) ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে?

সময়

০২.০০-০৩.০০ (১ ঘণ্টা)

পদ্ধতি

ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, বাজ গ্রুপ, বড় দলে আলোচনা

উপকরণ

ভিপ কার্ড, মার্কার, মাসকিং টেপ, ভিপবোর্ড, পোস্টার পেপার, স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট

ধাপ ১. অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া

১) বলুন- এর আগে আমরা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা এ প্রশিক্ষণের শেষ মডিউল 'অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ কৌশল' সংক্রান্ত মডিউলের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞেস করুন- অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? উত্তর শুনুন, বোর্ডে লিখুন, তাদের উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে অংশগ্রহণ বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করুন-

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া

সম্মিলিতভাবে আলাপ আলোচনা করে, সকলকে সম্পৃক্ত করে, সংশ্লিষ্ট সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করাই হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া। সাধারণত লক্ষ্য নির্ধারণে, পরিকল্পনা প্রণয়নে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করে কাজ করাই হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া। অন্য কথায় অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কেনো লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ততা (এনগেজমেন্ট) নিশ্চিত করা যায়।

৩) অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া বিষয়টি সকলে বুঝেছে কিনা যাচাই করুন, মতামত শুনুন, বলুন- আমরা এখানে অংশগ্রহণ বিষয়টি আলোচনা করছি কেন? করছি এজন্য যে, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার, সিটিজেনস চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এগুলো সফলভাবে কাজে লাগাতে হলে ইউপি'র কার্যক্রমে ইউনিয়নের জনগণের অংশগ্রহণ লাগবে, তাই এ বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, বুঝতে চাই। ধন্যবাদ দিয়ে এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন।

ধাপ ২. অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা

১) বলুন- এর আগে আমরা অংশগ্রহণ বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞেস করুন- অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? উত্তর শুনুন, বোর্ডে লিখুন, তাদের উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করুন-

অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা

কোন কাজ করার পূর্বে প্রস্তুতি নেওয়া, কাজটি কীভাবে করা হবে তা নিয়ে চিন্তা করা হয় তাকেই পরিকল্পনা বলে। পরিকল্পনায় ৫টি বিষয় থাকতে হয়- কী করবো, কেন করবো, কোথায় করবো, কখন করবো, কীভাবে করবো।

সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করে, তাদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে, তাদের চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে যে পরিকল্পনা করা হয় তাকেই অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বলে।

৩) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় তা সকলে বুঝেছে কিনা যাচাই করুন, মতামত শুনুন, বলুন- আমরা এখানে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছি এজন্য যে, ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরি করা গেলে জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত হবে, উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি আসবে এবং এ চর্চা যাতে নিয়মিতভাবে করা হয় তা নিশ্চিত হবে। ধন্যবাদ দিয়ে এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন।

ধাপ ৩. অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য

১) বলুন- এর আগে আমরা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞস করুন- অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য বলতে কী বোঝায়? উত্তর শুনুন, বোর্ডে লিখুন, তাদের উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং আপনার মতামত দিন।

১. প্রয়োজনভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় এবং তা বাস্তবমুখী হয়

২. জনগণের সৃজনশীলতা কাজে লাগানো যায়, জনগণের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক পরিকল্পনা তৈরি করা যায়

৩. জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়, তারা উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে, মতামত দেয় এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করে

৪. বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা হলে সকলের সহযোগিতা পাওয়া যায়, ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়

৫. ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়, পরিকল্পনা নিয়ে সর্বস্তরে আলোচনা হয়, সকলে পরিকল্পনায় সংযুক্ত থাকে।

৩) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কী তা সকলে বুঝেছে কিনা যাচাই করুন, মতামত শুনুন, বলুন- আমরা এখানে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করছি এজন্য যে, ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন কারণ জনগণকে অন্ধকারে রেখে কোনো পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন হয় না। ধন্যবাদ দিয়ে এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন।

ধাপ ৪. অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

১) বলুন- এর আগে আমরা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কীভাবে প্রণয়ন করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞেস করুন-অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কীভাবে প্রণয়ন করতে হয় ? উত্তর শুনুন, বোর্ডে লিখুন, তাদের উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করুন-

অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ (ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে)

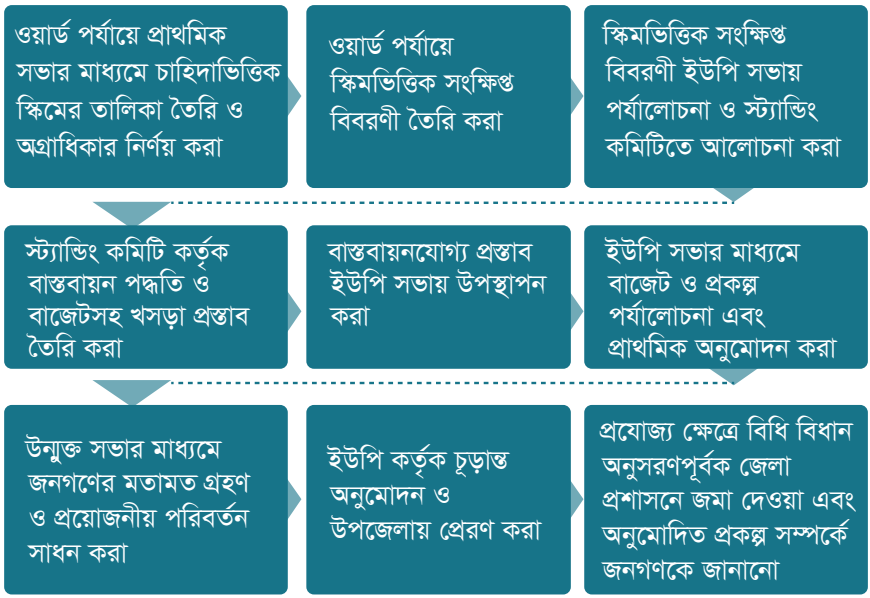

৫) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কীভাবে প্রণয়ন করতে হয় তা সকলে বুঝেছে কিনা যাচাই করুন, মতামত শুনুন, বলুন- অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরি করা গেলে বাস্তবায়নে সকলকে সঙ্গে পাওয়া যায়, সকলের সমর্থন পাওয়া যায়। ইউনিয়ন পরিষদকে গণমানুষের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে হয়, তাই ইউনিয়ন পরিষদ যতটুকু সম্ভব জনগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং তা বাস্তবায়নেও তাদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে এরকম প্রত্যাশা সরকারও করে। এখন সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন।

ধাপ ৫. ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে

১) বলুন- এর আগে আমরা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কীভাবে প্রণয়ন করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞেস করুন- ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে? উত্তর শুনুন, বোর্ডে লিখুন, তাদের উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করুন-

ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে

- বাজেট প্রণয়নে
- সামাজিক নিরাপত্তা স্কিম তৈরি ও বাস্তবায়নে
- রাস্তা কালভার্ট, ব্রিজ তৈরির প্রকল্প প্রণয়নে
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খাসজমি ভূমিহীনদের মাঝে লিজ দেওয়ার পরিকল্পনা প্রণয়নে
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হাট, বাজার, পুকুর, লেক ইত্যাদির ইজারা দেওয়ার পরিকল্পনা প্রণয়নে
- গ্রাম আদালত কার্যকরকরণের পরিকল্পনা প্রণয়নে

৩) বলুন- প্রায় সকল কার্যক্রমেই ইউপি অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে। ওপরে কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র

৪) ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে তা সকলে বুঝেছে কিনা যাচাই করুন, মতামত শুনুন এবং ধন্যবাদ দিয়ে এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন।

অধিবেশন-১৬: অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ কৌশল

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে-

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের অংশীজন কারা তা নির্ধারণে সহায়তা করা

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি কেন জরুরি তা ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করা

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে তা বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করা

(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ কীভাবে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করা

আলোচ্যসূচি

- ইউনিয়ন পরিষদের অংশীজন কারা?
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি কেন জরুরি?
- ইউনিয়ন পরিষদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে?
- ইউনিয়ন পরিষদ কীভাবে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে?

সময়
০৩.৩০-০৪.১৫ (৪৫ মিনিট)

পদ্ধতি
ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, বাজ গ্রুপ, বড় দলে আলোচনা

উপকরণ
ভিপ কার্ড, মার্কার, মাসকিং টেপ, ভিপবোর্ড, পোস্টার পেপার, স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট

ধাপ ১. ইউনিয়ন পরিষদের অংশীজন কারা

১) বলুন- এর আগে আমরা ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা ইউনিয়ন পরিষদের অংশীজন কারা তা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞেস করুন ইউনিয়ন পরিষদের অংশীজন কারা? উত্তর শুনুন, বোর্ডে লিখুন, তাদের উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের অংশীজন কারা তা নিয়ে আলোচনা করুন-

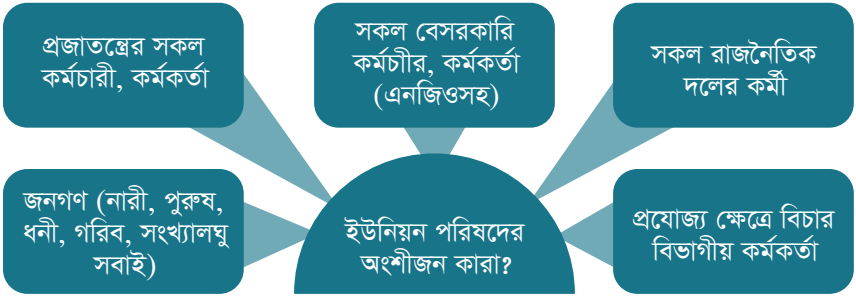

৩) বলুন- ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে প্রায় সকল বিভাগেরই কাজ থাকে, ইউনিয়ন পরিষদকে পাশ কাটিয়ে কোনো ডিপার্টমেন্টের পক্ষেই কাজ করা সহজ নয়, কিন্তু উল্লিখিত অংশীজনের মধ্যে ইউনিয়নের অধিবাসীগণই ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন।

ধাপ ২. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি কেন জরুরি

১) বলুন- এর আগে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের অংশীজন কারা তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি কেন জরুরি তা নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞেস করুন- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি কেন জরুরি? উত্তর শুনুন, বোর্ডে লিখুন, তাদের উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি কেন জরুরি তা নিয়ে আলোচনা করুন-

- অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা না হলে কিছু অংশীজন যেমন: ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, নারী, অতিদরিদ্র এরা ইউনিয়ন পরিষদের সেবা ঠিকমতো পায় না।
- অংশীজন বিশেষ করে জনগণ, তাদের একমাত্র দায়িত্ব ভোট দেওয়া নয়, তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা গেলে তারা তাদের সৃজনশীলতা দিয়ে ইউনিয়নের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে এবং তাদের ক্ষমতায়ন হবে।
- বেশিরভাগ নারী অংশীজনেরা ইউনিয়ন পরিষদে আসেই না, তারা গ্রাম আদালতে বিচারের জন্য আসতে পারে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য আসতে পারে কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।
- ইউনিয়নের যুব সম্প্রদায় বিভিন্ন বিষয়ে ইউপিকে সহায়তা করতে পারে; যেমন- জঙ্গি তৎপরতা বন্ধে, মাদকাসক্তি বন্ধে, যৌন নিপীড়ন বন্ধে কিন্তু ইউপি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না, করলে অনেক সহজে অনেক কাজ হতে পারে।
- ইমাম, শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী অনেকে স্বেচ্ছায় কাজ করতে চায়, ইউনিয়ন পরিষদ পরিকল্পনা করে তাদের কাজে লাগাতে পারে।

৩) বলুন- ইউনিয়ন পরিষদের অনেক কাজ, একা ইউপি সচিবের পক্ষে সব সময় করা সম্ভব হয় না, এক্ষেত্রে ইউপি অংশীজনের অন্তর্ভুক্ত করে কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব দিতে পারে এবং ইউনিয়নে উন্নয়নের তাদের কাজে লাগাতে পারে।

ধাপ ৩. ইউনিয়ন পরিষদের কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে

১) বলুন- এর আগে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি কেন জরুরি তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞেস করুন ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে? উত্তর শুনুন, বোর্ডে লিখুন, তাদের উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করুন-

ইউনিয়ন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে

- বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রমে মাদকাসক্তি দূরীকরণ এবং মাদক কেনা বেচা বন্ধে
- অগ্রাধিকারভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প যাচাই বাছাইকরণে
- যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ইভটিজিং, নারী নির্যাতন বন্ধে গ্রাম আদালতকে জনপ্রিয় ও সফল করার কাজে
- প্রতিবন্ধী, বিধবা আদিবাসী, অতিদরিদ্র মানুষকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্যক্ষেত্রে পতিত জলাশয় খাস পুকুর, খাস জায়গা এগুলো লীজ দেওয়ার ক্ষেত্রে
- এনআইএস, জিআরএস আরটিআই, সিটিজেনস চার্টার এপিএ বাস্তবায়নে

৩) বলুন- ইউনিয়ন পরিষদের আরও অনেক কাজ রয়েছে, সেসব কাজেও অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি করা যায়, ইউপি চেয়ারম্যান উদ্যোগ নিলেই কাজ করার মানুষের তার অভাব হওয়ার কথা নয়, কিন্তু উদ্যোগ নেওয়াতেই অনীহা পরিলক্ষিত হয়।